

ফলো ফেলো ফেলো



সাপ্তাহিক পুষ্টিকা: ২৫৬  
WEEKLY BOOKLET: 256

আমীরে আহলে সুন্নাত এবং ইসলাম এর কিছু  
গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী তথ্যাবলী (প্রথম অংশ)

ফলো ফেলো ফেলো

# অগ্রিম জ্ঞান



সুন্নাত ও সাধনের বাসনার অঙ্গ ১

প্রাচীন শরীকের বাসনাতে ১৪

বর্ষাচূর্ণ বাসনার বজ্রজুর্মু মিরচেনা ১০

বিদ্যুৎ বাসনার প্রযোজন মিলিন ২৫

শারখে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,  
দাঁওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হস্তক আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

**মুহাম্মদ ইলাহিয়াস আভার কাদ্রী**

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط  
اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ طِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ط

## তথ্যাবলীর সমাহার

**আত্মরের দোয়া:** হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি এই “তথ্যাবলীর সমাহার” পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে তার জীবন নেকীতে অতিবাহিত করে নেকীর দাওয়াত প্রসার করার তৌফিক দান করো আর তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। أَمِنٌ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

### দরদ শরীফের ফয়েলত

**প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রতি দরদ শরীফ পাঠ করতে থাকে, ফিরিশতা তার প্রতি রহমত প্রেরণ করতে থাকে, এখন বান্দার মর্জি কম পড়বে নাকি বেশি। (ইবনে মাজাহ, ১/৪৯০, হাদীস ১০৭)

صَلُّوا عَلَى الْكَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

### অনন্য পদ্ধতিতে নফসকে দমন

হ্যরত সায়িদুনা আবু মুহাম্মদ মুরতাইশ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ  
বলেন: “আমি অনেক হঞ্জ করেছি এবং এর মধ্যে অধিকাংশ হঞ্জের সফর কোন ধরনের পাথেয় ব্যতীত করেছি। অতঃপর

আমি বুঝতে পারলাম যে, এই সবই তো আমার নফসের প্রতারণা ছিলো, কেননা একবার আমার মা আমাকে পানির কলসি ভরে আনার আদেশ দিলো, তখন আমার নফসের উপর তাঁর আদেশ বোঝা মনে হলো, অতএব আমি বুঝে গেলাম যে, হজ্জের সফরে আমার নফস আমার সাথে ঐক্যমত্য শুধু নিজের স্বাদ লাভের জন্যই করেছে আর আমাকে ধোঁকায় রেখেছে, কেননা যদি আমার নফস ফানা হয়ে যেতো তবে আজ একটি শরয়ী হক পূরণ করা (অর্থাৎ মায়ের আনুগত্য করা) তার (অর্থাৎ নফসের) এতবেশি কঠিন কেন অনুভব হতো!” (রিসালায়ে কুশাইরিয়া, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

### সুখ্যাতির বাসনার স্বাদ ইবাদতের কষ্টকে সহজ করে দেয়

**স্বিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা দেখলেন তো!

আমাদের বুর্যুর্গানে দ্বীন رَحْمَهُ اللَّهُ الْبَيِّنُ কিরূপ দ্বীনি ভাবনা পোষণ করতেন এবং কিরূপ বিনয়ের অধিকারী ছিলেন! অনেকের অভ্যাস যে, তারা সাধারণ মানুষের সাথে তো ঝুঁকে ঝুঁকে সাক্ষাত করে কিন্তু পিতামাতা, ভাইবোন ও সন্তানের মায়ের সাথে তাদের আচরণ আঘাসী, অনৈতিক আর অনেক সময় খুবই মনে কষ্ট প্রদানকারী হয়ে থাকে, কেন? এই কারণেই যে, জনসাধারণের মাঝে সংচরিত্র প্রদর্শন

জনপ্রিয়তার কারণ হয়, আর ঘরে সদাচরণ করাতে সম্মান ও প্রসিদ্ধির তেমন আশা থাকে না, তাই তারা জনসাধারণের মাঝে নিজেকে খুবই প্রিয় বানিয়ে রাখে, অনুরূপভাবে যে সকল ইসলামী ভাই কিছু কিছু মুস্তাহাব কাজের জন্য অগ্রসর হয়ে কুরবানি প্রদান করে থাকে কিন্তু ফরয ও ওয়াজিব আদায়ে অলসতা করে থাকে, যেমন; পিতামাতার আনুগত্য, সন্তানদের শরীয়াত অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও স্বয়ং নিজের জন্য ফরয উলুম অর্জনের উদাসীনতা করে থাকে, তাদের জন্যও এই ঘটনাটিতে শিক্ষার অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল রয়েছে। বাস্তবতা হলো, যেই নেক কাজে “প্রসিদ্ধি পাওয়া যায় এবং বাহবা হয়” তা কষ্টকর হওয়ার পরও সহজেই বাস্তবায়িত হয়ে যায়, কেননা সুখ্যাতির বাসনার (অর্থাৎ প্রসিদ্ধি ও সম্মানের চাহিদার) কারণে অর্জিত হওয়া স্বাদ বড় বড় কষ্টকে সহজ করে দেয়। মনে রাখবেন! “সুখ্যাতির বাসনা”-এ ধ্বংসই ধ্বংস। শিক্ষার জন্য প্রিয় নবী ﷺ এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: ﴿١﴾ আল্লাহ পাকের আনুগত্যকে (অর্থাৎ ইবাদত) বান্দার পক্ষ থেকে কৃত প্রশংসার ভালোবাসার সাথে মিশ্রিত করা থেকে বিরত থাকো, যেনো তোমাদের আমল নষ্ট হয়ে না যায়। (ফেরদাউসুল আখবার,

১/২২৩,

হাদীস

১৫৬৭)

১২) দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাগলের পালে ততুকু ধ্বংসযজ্ঞে চালায় না, যতুকু সুখ্যাতির বাসনা (অর্থাৎ ধন সম্পদ ও সম্মান আর প্রসিদ্ধির ভালোবাসা) মুসলমানের দ্বিনে চালায়।

(তিরমিয়ী, ৪/১৬৬, হাদীস ২৩৮৩)

## সুখ্যাতির বাসনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

“সুখ্যাতির বাসনা” সম্পর্কে ইহুইয়াউল উলুম তথ্য খন্দ থেকে কিছু মাদানী ফুল আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করছি: “(সুখ্যাতির বাসনা ও রিয়া) নফসকে ধ্বংসকারী শেষ কাজ ও বাতেনী প্রতারণার অংশ, এতে গুলামা, ইবাদতগুজার ও আখিরাতের ধাপ অতিক্রমকারী লোককে লিঙ্গ করা হয়। এরূপ ব্যক্তিরা অনেক সময় খুব চেষ্টা করে ইবাদত করা, নফসের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করা বরং সন্দেহ থেকেও নিজেকে বাঁচানোতে সফল হয়ে যায়, নিজের অঙ্কে প্রকাশ্য গুনাহ থেকেও বাঁচিয়ে নেয়, কিন্তু জনসাধারণের সামনে নিজের নেককাজ, দ্বীনি কর্মকাণ্ড ও নেকীর দাওয়াত প্রসার করার জন্য করা প্রচেষ্টা সমৃহ (যেমন; আমি এটা করেছি, ওটা করেছি, ওখানে বয়ান ছিলো, এখানে বয়ান রয়েছে, বয়ানের জন্য এই এই তারিখ “বুক” করা আছে, মাদানী মাশওয়ারায়

অনেক রাত হয়ে গেছে এবং আরাম করতে না পারার কারণে ক্লান্তি লাগছে, তাই আওয়াজ বসে গেছে। মাদানী কাফেলায় সফর অব্যাহত রয়েছে, এত এত মাদানী কাফেলায় বা দ্বিনি কাজের জন্য অমুক অমুক শহর, দেশের সফর করেছি (ইত্যাদি) প্রকাশ করার মাধ্যমে নিজের নফসের প্রশান্তির আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে, নিজের ইলম ও আমল প্রকাশ করে সৃষ্টির নিকট গ্রহণযোগ্যতা এবং তাদের পক্ষ থেকে হওয়া নিজের সম্মান, বাহবার স্বাদ অর্জন করে থাকে, যখন গ্রহণযোগ্যতা ও প্রসিদ্ধি পেতে থাকে তখন তার নফস চায় যে, ইলম ও আমল অধিকহারে প্রকাশ হওয়া উচিৎ, যাতে আরো সম্মান বৃদ্ধি পায়, অতএব সে নিজের নেকী, শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপারে সৃষ্টিকে অবহিত করার আরো পথ খুঁজে থাকে আর আল্লাহ পাকের জানার প্রতি (যে, আমার প্রতিপালক আমার আমল সম্পর্কে অবহিত রয়েছে আর তিনিই আমাকে প্রতিদান প্রদানকারী, এতে) সন্তুষ্ট হয় না বরং এই বিষয়ে খুশি হয় যে, মানুষ তার বাহবা ও প্রশংসা করুক, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অর্জিত প্রশংসার প্রতি সন্তুষ্ট হয় না, নফস এই বিষয়টি ভালোভাবে জানে যে, মানুষ যখন এই বিষয়টি জানবে যে, অমুক বান্দা নফসের চাহিদা

বর্জনকারী, সন্দেহ জনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকে, আল্লাহত  
পাকের রাস্তায় প্রচুর খরচ করে, ইবাদতে অনেক কষ্ট সহ্য  
করে (খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফায় কান্নাকাটি করে এবং  
অশ্রু প্রবাহিত করে, প্রচুর দ্বিনি কাজ করে, মানুষের  
সংশোধনের জন্য অনেক হৃদয় জ্বালায়, অনেক মাদানী  
কাফেলায় সফর করে, করায়, মুখ, চোখ ও পেটের কুফ্লে  
মদীনা লাগায়, প্রতিদিন ফয়যানে সুন্নাতের এতগুলো দরস  
দেয়, নিয়মিত প্রাঞ্চবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা, ফজরের  
নামাযের জন্য জাগানো, এলাকায়ী দাওরা করে) তো তাদের  
মুখে তার অনেক প্রশংসা জারি হবে, তারা তাকে সম্মানের  
চোখে দেখবে, তার সাথে সাক্ষাত করাকে নিজের জন্য  
সৌভাগ্য ও আখিরাতের পাথেয় মনে করবে, বরকত লাভের  
জন্য বাড়ি বা দোকানে দুই কদম রাখা, দোয়া করার, চা পান  
করার, খাবারের দাওয়াত গ্রহণ করার মিনতি সহকারে  
আবেদন করবে, তার কথা মতো চলাকে উভয় জগতের  
কল্যাণ মনে করবে, তাকে যেখানেই দেখবে খেদমত করবে  
এবং সালাম দিবে, তার উচ্চিষ্ট খাওয়ার লোভ করবে, তার  
উপহার বা তার হাতে স্পর্শ হওয়া জিনিস পাওয়াতে অগ্রগামী  
হবে, তার প্রদানকৃত জিনিস চুম্বন করবে, তার হাত পা চুম্বন

করবে, সম্মানার্থে “হ্যরত! হ্যুর! জনাব!” ইত্যাদি উপাধী সহকারে বিনয় সহকারে ও নিম্নস্বরে কথা বলবে, কড়জোরে অবনত মস্তকে দোয়ার আবেদন করবে, বৈঠকে তার আগমনে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাবে, তাকে আদবের স্থানে বসাবে, তার সামনে হাত বেঁধে দাঁড়াবে, তার পূর্বে খাবার শুরু করবে না, ন্মৃতার সহকারে উপহার ও উপটোকন প্রদান করবে, বিনয়বশত তার সামনে নিজেকে ছোট (যেমন; খাদেম ও গোলাম) প্রকাশ করবে, বেচাকেনা ও কাজেকর্মে তার সাথে অন্দু ব্যবহার করবে, তাকে উন্নত কোয়ালিটির পন্য আর তাও সস্তায় বা ফ্রি দিবে, তার কাজে তার সম্মানে নত হয়ে যাবে। মানুষের এরূপ ভক্তিতে নফসের অনেক বেশি স্বাদ অর্জন হয় এবং তা হলো ঐ স্বাদ, যা সকল আকাঙ্ক্ষার উপর প্রাধান্য লাভ করে, এরূপ ভক্তির আনন্দের কারণে গুনাহ ছেড়ে দেয়া তার জন্য সামান্য বিষয় মনে হয়, কেননা “সুখ্যাতির বাসনা” এর রোগীকে নফস গুনাহ করানোর পরিবর্তে উল্টো বুঝায় যে, দেখো গুনাহ করলে তবে ভক্তরা চোখ ফিরিয়ে নিবে! অতএব নফসের সহায়তায় ভক্তদের মাঝে নিজের প্রভাব বিস্তার রাখার প্রেরণার কারণে ইবাদতে অটলতার কষ্ট সহজ মনে হয়, কেননা তা বাতেনীভাবে স্বাদের স্বাদ ও সকল

চাহিদা থেকে বড় চাহিদার (অর্থাৎ জনসাধারণের ভক্তি থেকে অর্জিত হওয়া স্বাদ এর) পরিচয় নিয়ে নেয়, সে এই বিভিন্নে পরে যায় যে, আমার জীবন আল্লাহ পাকের জন্য আর তাঁর মর্জি অনুযায়ী অতিবাহিত হচ্ছে, অথচ তার জীবন ঐ গোপন (সুখ্যাতির বাসনা অর্থাৎ নিজের বাহবার আকাঙ্ক্ষীর) চাহিদা অনুযায়ী অতিবাহিত করে, যা বুঝতে খুবই শক্তিশালী বিবেকও অপারগ ও অসহায় হয়ে যায়। সে আল্লাহ পাকের ইবাদতে নিজেকে একনিষ্ঠ ও নিজেকে আল্লাহ পাকের হারামকৃত ব্যাপার থেকে বিরত মনে করে থাকে, অথচ এমনটি নয়, সে তো বান্দার সামনে সাজসজ্জা ও কৃত্রিমতার মাধ্যমে ভালোভাবে স্বাদ গ্রহণ করছে, সে যা সম্মান পাচ্ছে তাতে সে খুবই খুশি। এভাবে ইবাদত ও নেক কাজের সাওয়াব নষ্ট হয়ে যায় এবং তার নাম মুনাফিকের তালিকায় লিখা হয় আর সেই মূর্খ এটা মনে করে যে, তার আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জিত হয়েছে!” (ইহিয়াউল উলুম, ৩/৩০৮)

মেরা হার আমল বস্ত তেরে ওয়াসতে হো  
কর ইখলাস এয়ছা আতা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসাইলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

## ফোনে বা সরাসরি কথা শুরু করার

### পূর্বের ৪০টি নিয়ত

(এর মধ্য থেকে সময়ে পযোগী দুই চারটি নিয়ত করে নিন)

﴿১﴾ যথাসম্ভব দৃষ্টি নত রাখবো ﴿২﴾ ভালো নিয়তে  
 প্রথমে সালাম ﴿৩﴾ সালামের উত্তর ﴿৪﴾ ﷺ  
 ﷺ ﴿৫﴾ হালচাল জিজ্ঞাসা ﴿৬﴾ সে জিজ্ঞাসা করলে তবে  
 হামদ ﴿৭﴾ হাঁচির উত্তর ﴿৮﴾ নিজের হাঁচির উত্তরের প্রতুত্তরে  
 উত্তর ﴿৯﴾ أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ এর উপর আমল ﴿১০﴾ ।  
 ﴿১১﴾ এর খেয়াল ﴿১২﴾ প্রথমে ভাববো পরে  
 বলবো ﴿১৩﴾ ভদ্র ভাষায়, আপনি জনাব... ﴿১৪﴾ কথাবার্তার  
 সময় মুচকী হাসার সুন্নাত ﴿১৫﴾ অপ্রয়োজনীয় কথা বলবো  
 না ﴿১৬﴾ চিংকার করে কথা বলবো না ﴿১৭﴾ বিদ্রূপ করবো  
 না ﴿১৮﴾ অহেতুক আপত্তি করবো না ﴿১৯﴾ সম্মোধিত  
 ব্যক্তির রাগে ন্যস্তা ﴿২০﴾ “দীর্ঘ” করবো না ﴿২১﴾ কম  
 শব্দে ﴿২২﴾ মিথ্যা, মিথ্যা অতিরঞ্জন করবো না ﴿২৩﴾ চিন্তা-  
 ভাবনা না করে হ্যাঁ হ্যাঁ করবো না ﴿২৪﴾ মিথ্যা প্রশংসা ও  
 তোশামোদ করবো না ﴿২৫﴾ অপরের কথা চুপচাপ শুনবো

﴿২৫﴾ কথা কাটবো না ﴿২৬﴾ বুবার পরও “হে?” বা “জিঃ؟  
কিংবা “কি বললে?” অথবা প্রশ্ন করার মতো করে মাথা দ্বারা  
ইশারা করা থেকে বিরত থাকবো ﴿২৭﴾ রাজনৈতিক  
আলোচনা ও ﴿২৮﴾ সন্ত্রাসীদের অহেতুক আলোচনা করা  
থেকে বিরত থাকবো ﴿২৯﴾ অনুপস্থিত জনের নেতৃত্বাচক  
আলোচনায় সতর্ক হয়ে গীবত ও অপবাদের সংজ্ঞার প্রতি  
মনোযোগী ﴿৩০﴾ গীবত ও চোগলখুরী করা/ শুনা থেকে  
বিরত থাকবো ﴿৩১﴾ প্রয়োজনে ! اللّٰهُ أَكْبَرُ ﴿৩২﴾ নেকীর  
দাওয়াত ﴿৩৩﴾ সামনাসামনি হলে যথাসম্ভব কিছু না কিছু  
লিখে বা ইশারায় ﴿৩৪﴾ কথা মিলিয়ে ফেলা ﴿৩৫﴾ মনে কষ্ট  
দেয়া থেকে রিবত ﴿৩৬﴾ খুশির সংবাদে মুবারকবাদ ﴿৩৭﴾  
পেরেশানিতে সমবেদনা ﴿৩৮﴾ অন্যদের জন্য সালাম ﴿৩৯﴾  
বিনা হিসেবে মাগফিরাতের দোয়ার মাদানী অনুরোধ ﴿৪০﴾  
বিদায়ী সালাম।

## ঘরবাড়ির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

প্রিয় নবী ﷺ এর দু'টি বাণী: ﴿১﴾ যখন  
প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে যাবে তখন কিবলার দিকে না মুখ

করবে, না পিঠ। (বুখারী, ১/১৫৫, হাদীস ৩৯৪) ২) যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়া অবস্থায় কিবলার দিকে মুখ ও পিঠ করবে না, তবে তার জন্য একটি নেকী লিখা হয় আর একটি গুনাহ মুছে দেয়া হয়। (মুঁজাম আওসাত, ১/৩৬২, হাদীস ১৩২১) যদি বাড়ির নকশা বানানোর সময় আর্কিটেক্ট ও বিল্ডার্স ইত্যাদি ভালো ভালো নিয়ত সহকারে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের উপর আমল করে তবে অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করতে পারবে:

১) ওয়াশরুম বানানোর সময় কমোড এমনভাবে লাগানো, যাতে বসার সময় মুখ বা পিঠ কিবলা থেকে  $45^{\circ}$  ডিগ্রির বাইরে থাকে আর সহজতা এতেই যে, কিবলার দিক থেকে  $90^{\circ}$  ডিগ্রিতে হওয়া অর্থাৎ নামায়ের পর উভয় দিকে সালাম ফিরানোতে যেদিকে মুখ করা হয়, সেই উভয় দিকের যেকোন একদিকে কমোড এর দিক রাখুন। হানাফী ফিকাহের প্রসিদ্ধ কিতাব “দুররে মুখতার”-এ রয়েছে: প্রাকৃতিক ডাক ও প্রস্রাব করার সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করা নাজায়িয় ও গুনাহ। (দুররে মুখতার, ১/৬০৮) ২) ফোয়ারা (Shower) লাগানোর ক্ষেত্রেও এই সতর্কতা অবলম্বন করুন, যাতে উলঙ্গ হয়ে গোসলকারী কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করা থেকে বাঁচতে পারে। আলা হ্যরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: “উলঙ্গ হওয়া অবস্থায় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করা মাহনুহ ও আদবের

পরিপন্থি।” (ফতোয়ায়ে রফিয়া, ২৩/০৪৯) ৬৩ বেডর়মে খাট এমনভাবে রাখুন, যাতে শোয়ার সময় পা কিবলার দিকে না হয়, কমপক্ষে যেনে ৪৫° ডিগ্রির বাইরে থাকে। “ফতোয়ায়ে শামী”তে রয়েছে: “জেনে-শুনে কিবলার দিকে পা প্রসারিত করা মাকরহে তানযিহী।” (ফতোয়ায়ে শামী, ১/৬০৮,৬১০) ৬৪ যদি কমোড বা শাওয়ার কিংবা খাট ইত্যাদির দিক ভুল হয় যে, উলঙ্গ হওয়া অবস্থায় মুখ বা পিঠ কিবলার দিকে হবে বা শোয়ার সময় পা, তবে ইস্তিন্জাকারী বা উলঙ্গ ব্যক্তি কিংবা শোয়া ব্যক্তির সর্বাবস্থায় এর খেয়াল রাখতে হবে যে, উলঙ্গ হয়ে কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ যেন না হয়, এভাবে পাও প্রসারিত করবে না।

### নেকীর দাওয়াত (সংক্ষিপ্ত)

আমরা আল্লাহ পাকের গুনাহগার বান্দার ও তাঁর প্রিয় হাবীব ﷺ এর গোলাম। নিশ্চয় জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, আমরা সর্বদা মৃত্যুর নিকটবর্তী হচ্ছি, আমাদেরকে অতি শীত্রই অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেয়া হবে, মুক্তি আল্লাহ পাকের আদেশ মান্য করা ও রাসূলে পাক ﷺ এর সুন্নাতের উপর আমল করাতেই নিহিত।

আশিকানে রাসূলের দ্বানি সংগঠন “দা’ওয়াতে ইসলামী”র একটি মাদানী কাফেলা ..... থেকে আপনাদের এলাকার ..... মসজিদে এসেছে। আমরা “নেকীর দাওয়াত” দিতে এসেছি। মসজিদে এখনো দরস চলছে, দরসে অংশগ্রহণ করার জন্য দয়াকরে এখনই চলে আসুন, আমরা আপনাকে নিতে এসেছি, আসুন! আমাদের সাথে আসুন! (যদি সে আসতে প্রস্তুত না হয় তবে বলুন যে,) যদি এখন আসতে না পারেন তবে মাগরীবের নামায ওখাই আদায় করুন, নামাযের পর ﷺ সুন্নাতে ভরা বয়ান হবে, আপনার নিকট অনুরোধ যে, বয়ান অবশ্যই শুনবেন। আল্লাহহ পাক আমাদেরকে ও আপনাকে উভয় জগতের কল্যাণ নসীব করুন। আমিন

### সবচেয়ে উত্তম কে?

একবার রাসূলে পাক ﷺ পবিত্র মিস্ত্রে উপবিষ্ট ছিলেন, এক সাহাবী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ আরয় করলেন: “ইয়া রাসূলাল্লাহ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে?” ইরশাদ করলেন: “মানুষের মধ্যে ঐব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে অধিকহারে কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করে, অত্যধিক মুত্তাকী, সবচেয়ে বেশি নেকীর আদেশ দাতা ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধকারী আর সবচেয়ে বেশি আত্মায়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী (অর্থাৎ আত্মায়নের সাথে সদাচরণকারী)।” (মুসনাদে ইমাম ইহমদ, ১০/৮০২, হাদীস ২৭৫০৮)

## পাগড়ীর ১৭টি মাদানী ফুল

প্রিয় নবী ﷺ এর ৬টি বাণী: **(১)** পাগড়ী  
 সহকারে দুই রাকাত নামায পাগড়ী বিহীন সন্তোষ (৭০)  
 রাকাতের (নামাযের) চেয়ে উত্তম। (আল ফিরদৌস বিমাসুরীল খাত্তাব,  
 ২/২৬৫, হাদীস ৩২৩৩) **(২)** টুপির উপর পাগড়ী (পরিধান করা)  
 হলো আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য, মুসলমান  
 নিজের মাথায় প্রতিটি পাগড়ীর প্যাঁচ দেয়াতে কিয়ামতের দিন  
 তাঁর জন্য একটি করে নূর দান করা হবে। (জামেয়ে সগীর, ৩৫৩ পৃষ্ঠা,  
 হাদীস ৫৭২৫) **(৩)** নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক ও তাঁর ফিরিশতাগণ  
 জুমার দিন পাগড়ী পরিধানকারীর প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন।  
 (আল ফেরদৌস বিমাসুরীল খাত্তাব, ১/১৪৭, হাদীস ৫২৯) **(৪)** পাগড়ী সহকারে  
 নামায আদায় করা দশ হাজার নেকীর সমপরিমাণ। (আল  
 ফেরদৌস বিমাসুরীল খাত্তাব, ২/৪০৬, হাদীস ৩৮০৫। ফতোয়ায়ে রফীয়া, ৬/২২০)  
**(৫)** পাগড়ী সহকারে একটি জুমা পাগড়ী বিহীন সন্তুরটি  
 জুমার সমান। (তরিখে ইবনে আসাকির, ৩৭/৩৫৫) **(৬)** পাগড়ী আরবের  
 মুকুট স্বরূপ, তো তোমরা পাগড়ী বাঁধো, তোমাদের ঘর্যাদা  
 বৃদ্ধি পাবে আর যে ব্যক্তি পাগড়ী বাঁধবে, তার জন্য প্রতিটি  
 প্যাঁচের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে। (জমউল জাওয়ামেয়ে,  
 ৫/২০২, হাদীস ১৪৫৩৬) **(৭)** দাঁওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল

মদীনার ১১১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব বাহারে শরীয়াত ওয় খন্দের ৬৬০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: পাগড়ী দাঁড়িয়ে আর পায়জামা বসে পরিধান করুন, যে এর বিপরীত করবে (অর্থাৎ দাঁড়িয়ে পায়জামা পরিধান করবে এবং বসে বসে পাগড়ী বাঁধবে) সে এমন রোগে আক্রান্ত হবে যার কোন চিকিৎসা নেই।

﴿৮﴾ উভয় হলো, পাগড়ীর প্রথম প্যাচটি মাথার ডান দিকে যাবে। (ফতোওয়ায়ে রয়বীয়া, ২২/১৯৯) ﴿৯﴾ **প্রিয় নবী ﷺ** এর পাগড়ীর শিমলা (বা প্রান্ত) প্রায়শ পেছন দিকেই (অর্থাৎ পিঠ মুবারকে) থাকতো, আবার কখনো কখনো ডান দিকে, কখনো দুই কাঁধের মাঝখানে দুইটি শিমলা থাকতো, শিমলাকে বাম দিকে রাখা সুন্নাতের পরিপন্থি। (আশিয়াতুল লুমআত, ৩/৫৮২) ﴿১০﴾ পাগড়ীর শিমলার পরিমাণ কমপক্ষে চার আঙুল, সর্বাধিক (পিঠের আধাআধি পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায়) এক হাত। (ফতোওয়ায়ে রয়বীয়া, ২২/১৮২) ﴿১১﴾ পাগড়ী কিবলামুখি হয়ে দাঁড়িয়ে বাঁধুন। (কাশফুল ইলতিবাস ফি ইসতিহবা বিল লিবাস, ৩৮ পৃষ্ঠা) ﴿১২-১৩﴾ পাগড়ীর সুন্নাত হলো, আড়াই গজের কম না হওয়া আর ছয় গজের বেশি না হওয়া আর সেটার বাঁধা যেনো গভুজের মতো হয়। (ফতোওয়ায়ে রয়বীয়া, ২২/১৮৬) ﴿১৪-১৫﴾ রুমাল যদি বড় হয় যে, এতটি প্যাচ দেয়া যায়, যা দ্বারা মাথা ঢেকে যাবে, তবে

তা পাগড়ীই হয়ে গেল আর ছোট রঞ্জাল, যা দ্বারা শুধু দুই এক প্যাচ দেয়া যায়, তা বাঁধা মাকরন হ। (ফতোওয়ায়ে রফবীয়া, ৭/২৯৯)

﴿১৬﴾ পাগড়ী খোলার সময় (বাঁধা অবস্থায় রেখে দেয়ার পরিবর্তে) এক এক বরে প্যাচ খুলুন। (ফতোয়ায়ে আলমগীরি, ৫/৩৩০)

﴿১৭﴾ হ্যরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী মুবারক অধিকাংশ সাদা, কখনো কখনো কালো আর কখনো সবুজ (রঙের) হতো। (কাশফুল ইলতিবাস ফি ইসতিহা বিল লিবাস, ৩৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! ﷺ

### হ্যরের পাগড়ী শরীফের নাম

রাসূলে পাক **তাঁর পাগড়ী শরীফেরও** নাম রেখেছিলেন, যেমনটি ফানাফির রাসূল হ্যরত আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবহানি **রহমতে দেবার নাম** বলেন: নবী করীম **এর পাগড়ী শরীফের নাম** ছিলো “সাহাব”, যা তিনি হ্যরত আলীউল মুরতাদা **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** কে দান করে দিয়েছিলেন। (ওয়াসায়িলুল উসুল ইলা শামায়িলুর রাসূল, ১১৯ পৃষ্ঠা)

শান কিয়া পেয়ারে ইমামে কি বয়াঁ হো ইয়া নবী

তেরী নাঁআলে পাক কা হার যররা রশকে তুর হে

## মসজিদের ইমামের জন্য

### খুবই উপকারী ৩০টি মাদানী ফুল

আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী, মঙ্গী মাদানী, মুহাম্মদে  
আরবী ﷺ ইরশাদ করেন: “তোমাদের মধ্যে  
উভয় ব্যক্তি আযান দিবে ও ইমামতের কিরাত করবে।” (আবু  
দাউদ, ১/২৪২, হাদীস ৫৯০) ইমাম আহমদ রয়া খাঁন رحمهُ اللہ علیہ বলেন:  
ইসলামে নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আর তা আদায়ের  
জন্য অনেক সতর্কতা প্রয়োজন, এমনকি আমাদের ওলামায়ে  
কিরাম স্পষ্টভাবে বলেছেন: “যদি নামায কয়েকটি কারণে  
বিশুদ্ধ হয় আর একটি কারণে ভঙ্গ হয়, তবে একে ভঙ্গই বলা  
হবে।” (ফতোয়ায়ে রয়বীয়া, ৬/৫৫৫) তিনি আরো বলেন: “এমন ব্যক্তি  
ইমাম (নিয়োগ) করুন, যার পবিত্রতা বিশুদ্ধ হয়, কিরাত  
বিশুদ্ধ হয়, বিশুদ্ধ সুন্নী আকীদা সম্পন্ন হয়, ফাসিক নয়, তার  
মাঝে মুক্তাদীদের ঘৃণার কোন বিষয় না থাকা, নামায ও  
পবিত্রতার মাসআলা সম্পর্কে অবহিত হওয়া।”

(ফতোয়ায়ে রয়বীয়া, ৬/৬১৯)

✿ ইসলামের অনন্য খেদমত ও হালাল রিয়িক  
অর্জনের একটি উন্নত মাধ্যম হলো মসজিদের “ইমামতি”,  
কিন্তু সাবধান! অসতর্কতার কারণে মুক্তাদীদের নামাযের

বোৰা জাহানামে পৌঁছে দিতে পারে, অতএব পবিত্রতা ও নামায ইত্যাদির জরুরী মাসআলা সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও সেই অনুযায়ী আমল করা আবশ্যিক। সম্ভব হলে তবে “দা’ওয়াতে ইসলামী”র অধিনে ইমামত কোর্স অবশ্যই করে নিন। (الحمد لله “ইমামত কোর্স বিভাগ” এর অধিনে ৫ মাসের “ইমামত কোর্স” ও ১০ মাসের “কুরআন লার্নিং কোর্স” শুরু করা হয়েছে।)

❶ “বাহারে শরীয়াত” এর প্রথমের চারটি অংশ পাঠ করে বুঝে নিন, প্রয়োজনে ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের থেকেও নির্দেশনা নিন ❷ নামাযে যেই সূরাগুলো ও যিকির সমূহ পাঠ করা হয়, তা অবশ্যই কোন সুন্নী কুরী সাহেবকে শুনিয়ে দিন (দা’ওয়াতে ইসলামীর “টেষ্ট মজলিশ”কেও শুনাতে পারেন) ❸ যদি আর্থিক সমস্যা না হয়, তবে বিনা পারিশ্রমিকে ইমামত করা رَحْمَةً اللّٰهِ عَلٰيْ আপনার জন্য উভয় জগতে সৌভাগ্যের কারণ হবে।

বিনা পারিশ্রমিকে আযান ও ইমামতির ফয়লত: হ্যরত আবু হুরায়রা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: “ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে এসকলের সমান সাওয়াব রয়েছে, যারা তার সাথে নামায

পড়ে।” (কানযুল উমাল, ৪/২৩৯, হাদীস ২০৩৭০। বাহারে শরীয়াত, ১/৫৫৮)

﴿৪﴾ প্রচন্ড অপারহতা ব্যতীত বেতন বৃদ্ধির আবেদন করা

ঠিক নয় ﴿৫﴾ বেশি বেতনের লোভে অন্য মসজিদে চলে

যাওয়া একজন ইমামের কোনভাবেই মানায় না ﴿৬﴾ সম্ভব

হলে তবে অগ্রিম বেতন নিবেন না বরং প্রথম তারিখের

পূর্বেও বেতন নিবেন না, কেননা জীবনের কি ভরসা!

﴿৭﴾ চাওয়া বরং ঝণ নেয়া থেকেও বিরত থাকুন

﴿৮﴾ বর্তমানে অনেক ইমাম ও খতিব নিজেকে শুধু “খতিব”

আর অনেক মুয়াজ্জিন সাহেব নিজেকে “নায়বে ইমাম” বলা

পছন্দ করে থাকে, ইমামুল আর্সিয়া صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর

গোলামকে “ইমাম” আর রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর

মুয়াজ্জিন হযরত বিলাল رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর প্রেমিকদের “মুয়াজ্জিন”

বলাতে লজ্জা অনুভব না করা উচি�ৎ ﴿৯﴾ তাকওয়ার পোশাক

পরিধান করুন। মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী, ওয়াদা ভঙ্গ করা

ইত্যাদি গুনাহ পরিহার করতে থাকুন, অন্যথায় আখিরাতের

ক্ষতির পাশাপাশি দুনিয়ায়ও মানুষ আপনার প্রতি বিরক্ত হবে

﴿১০﴾ বেশি কথা বলা, অট্টহাসি দেয়া ও ঠাট্টা করাতে সম্মান

করে যায়, মুক্তাদীর থাকে বেশি ফ্রী হবেন না, অন্যথায়

নিজেদের মধ্যকার সম্মান বিনষ্ট হয়ে যাবে ১১) সুখ্যাতির বাসনা থেকে বেঁচে থাকুন, প্রসিদ্ধি ও সম্মান বানানোর আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টায় ধ্বংসই ধ্বংস ১২) ইমামের মিশুক হওয়া মানুষকে দ্বীনের নিকটবর্তী করার জন্য খুবই উপকারী, অতএব নামাযের পর মানুষের সাথে সাক্ষাত করুন, অতঃপর কিছুক্ষণের জন্য সেখানেই বসিয়েও রাখুনে কিন্তু দুনিয়াবী কথাবার্তা কোন অবস্থাতেই করবেন না, শুধু দ্বীনি কথাবার্তা তাও নিম্নস্বরে করুন, কেননা নামাযী ইত্যাদির যেনো সমস্যা না হয় ১৩) যেই ইমাম মিশুক হবে না, মানুষের থেকে দূরে দূরে থাকবে বা শুধু নিজের মতো দাঁড়ি পাগড়ি পরিহিতদের সাথেই মেলামেশা রাখবে তবে হতে পারে সাধারণ লোকেরা সেই ইমাম থেকে দূরে পালাবে, আর এটাও হতে পারে যে, ইমামত ইত্যাদিতে কঠিন পরিস্থিতি আসা অবস্থায় মানুষের সহযোগীতা বঞ্চিত থাকবে অতঃপর..... ১৪) মুয়াজিন ও মসজিদের খাদেম ইত্যাদির সাথে ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করুন, তাদের উপর হুকুম চালানোর পরিবর্তে সৌভাগ্য মনে করে মাঝে মাঝে নিজের হাতে মসজিদ পরিষ্কার করতে থাকুন, চাটাইও নিজে বিছিয়ে নিন, অপ্রয়োজনীয় বাতি ফ্যান ইত্যাদিও নিজেই বন্ধ করে দিন ১৫) অযুখানা ইত্যাদি

পরিষ্কারেও মসজিদের খাদেমের সাথে যোগ দিন। ۱۴

অসংখ্য সাওয়াবও পাবে আর ভালোবাসা ভরা পরিবেশেও  
অটুট থাকবে ۱۶ মসজিদের পরিচালনা কমিটির সাথে  
কখনোই মনমালিন্য সৃষ্টি করবেন না, তাদের সাথে সদাচরণ  
করুন আর চেষ্টা করে তাদেরকে প্রতিমাসে তিনিদিনের জন্য  
দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায়  
সফর করান ۱۷ যেকোন সুন্নী ইমাম ও পরিচালনা  
কমিটিকে কখনোই বিগড়ে দিবেন না, তাদের সমালোচনা  
করে তাদেরকে নিজের বিরোধী বানাবেন না, যদি কখনো  
আপনার দ্বারা অলসতা হয়েও যায় তবে সাথেসাথে ক্ষমা  
চেয়ে নিন। হ্যাঁ যদি কোন শরয়ী ভুল হয় তবে খুবই ন্মৃতা  
সহকারে সরাসরি তার সংশোধন করুন ۱۸ আশেপাশের  
মসজিদের আহলে সুন্নাতের ইমাম ও মসজিদ কমিটির সাথে  
সুসম্পর্ক রাখুন আর দাওয়াতে ইসলামীর নিকটবর্তী করুন  
আর সুন্নাত শিখা শিখানোর মাদানী কাফেলায় প্রতিমাসে  
তিনিদিনের জন্য সফর করান ۱۹ জুমা ও দুই ঈদে আলা  
হ্যরতের ‘খুতবাতে রয়বীয়া’ই পাঠ করুন। (ইসলামীক রিচার্স  
সেন্টার (দাওয়াতে ইসলামী) এই খুতবাকে সংক্ষিপ্ত করে  
‘ফয়যানে খুতবাতে রয়বীয়া’ নামে প্রকাশ করেছে) ۲۰ জুমায়

সাধারণ নামায়ীর অধিকাংশই খুতবার সময় এসে থাকে, এমতাবস্থায় মানুষের মানসিকতার প্রতি খেয়াল রাখা খুবই জরুরী, যেমন; নির্দিষ্ট সময়ে জামাআত করা, বয়ানে উপযুক্ত আকর্ণনিয়তা বজায় রাখা ইত্যাদি। বয়ান সহজ ও সাধারণ ভাষায় হওয়া উচিত, সাধারণের মাঝে খুবই কঠিন বিষয়বস্তু তুলে আনবেন না, এই বর্ণনা: ﴿كَلِمَةُ النَّاسِ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ﴾ (অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান অনুযায়ী কথা বলো।) (মিরকাত, ৯/৩৭৩) এর প্রতি দৃষ্টি রাখুন, সাধারণত মানুষ আউলিয়ায়ে কিরাম دِحْسَهُمُ اللَّهُ السَّلَامُ এর ঘটনাবলী ও কারামত মনোযোগ সহকারে শুনে আর যদি তাদেরকে সুন্নাতও শিখানো হয়, তবে একেবারে নিকটে এসে যায়। কবর ও আখিরাতের মানসিকতাও প্রদান করুন, প্রত্যেক বয়ানের সমাপ্তি দাঁওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত শিখা শিখানোর মাদানী কাফেলায় সফর করার উপর হলে তবে মদীনা মদীনা। (বিশেষকরে দাঁওয়াতে ইসলামীর “মসজিদের ইমাম” বিভাগের সাথে সম্পর্কীত ইমাম ও খতিব “সাঙ্গাহিক পুস্তিকা” থেকেই জুমার বয়ান করুন) **(২১)** বয়ান, খুতবা, দোয়া আর সালাত ও সালাম ইত্যাদির জন্য স্পিকার অফ থাকা অবস্থায় মুখের সামনে পূর্বেই নিনে নিন অতঃপর তা অন করুন, অন্যথায় “কড় কড়” এর খুবই অপছন্দনীয়

আওয়াজ মসজিদে গুঞ্জন করে উঠবে ৴(২২) ওলামায়ে আহলে  
 সুন্নাতের মাঝে যেই মাসআলাটির ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে,  
 তা বয়ান করা থেকে বিরত থাকুন ৴(২৩) যদি আপনি দক্ষতা  
 সম্পন্ন আলিমে দ্বীন হন, তবে প্রতিদিন দরসে কুরআন  
 (কানযুল ঈমান শরীফ, তাফসীরে সীরাতুল জিনান থেকে) ও  
 অনুরূপ উপযুক্ত হওয়া অবস্থায় দরসে হাদীস দেয়ার সৌভাগ্য  
 অর্জন করুন ৴(২৪) বয়ান ইত্যাদিতে নিজের জন্য বিনয়ের  
 শব্দ বলার সময় ভেবে নিন, যদি তখন অন্তর বিনয় শূণ্য হয়  
 তবে বিনয়ের শব্দ দ্বারা আপনি স্বয়ং মিথ্যা ও রিয়ার গুনাহ  
 থেকে কিভাবে বাঁচবেন? ৴(২৫) দরস ও বয়ানের পূর্বে প্রস্তুতি  
 নেয়ার অভ্যাস গড়ুন ৴(২৬) অন্যান্য দ্বীনি কিতাবের  
 পাশাপাশি হসসামূল হারামাইন, ইহইয়াউল উলুম, মিনহাজুল  
 আবেদীন ইত্যাদিও অধ্যয়ন করতে থাকুন ৴(২৭) প্রতিদিন  
 ফয়যানে সুন্নাতের দরস দেয়া বা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করুন  
 ৴(২৮) আপনার মসজিদে সাঞ্চাহিক এলাকায়ী দাওরা অবশ্যই  
 হওয়া উচিত, এতে আপনি নিজেও অংশগ্রহণ করুন, অতঃপর  
 দেখুন, আপনার মসজিদে সুন্নাতের কিরণ বস্ত এসে যায়  
 ৴(২৯) প্রতিমাসে কমপক্ষে তিনিদিন সুন্নাত শিখা শিখানোর

জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাস বানিয়ে নিন, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ এ বরকত নিজেই দেখতে পাবেন (৩০) প্রতিদিন নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করে “নেক আমল” এর পুষ্টিকা পূরণ করুন আর প্রতিমাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার “আমল সংশোধন বিভাগ” এর যিম্মাদার ইসলামী ভাইকে জমা করাতে থাকুন। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ তাকওয়ার অমূল্য ভান্ডার হাতে আসবে আর ইশকে রাসূলের সৃধা নসবী হবে।

### কিয়ামতের ভয়াবহ্তা থেকে মুক্ত লোক

হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; রাসূলে পাক صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “তিনি ধরনের লোক এমন হবে, যাদেরকে বড় আতঙ্ক (অর্থাৎ কিয়ামত) ভীত করতে পারবে না আর হিসাব তাদের নিকট পৌঁছাবে না, তারা মুশকের টিলার উপর হবে, এমনকি সৃষ্টি হিসাব থেকে অবসর হয়ে যাবে। (প্রথম:) ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পড়ে ও এর মাধ্যমে সম্প্রদায়ের ইমামতি করে আর সম্প্রদায়ও তার প্রতি সন্তুষ্টি হয়। (দ্বিতীয়:) আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নামাযের দিকে আহ্বানকারী (অর্থাৎ মুয়াজ্জিন)। (তৃতীয়:) ঐ গোলাম, যে তার প্রতিপালক আল্লাহ পাক ও তার দুনিয়াবী মুনীবের ব্যাপারাদী সুচারুভাবে পালন করে। (মুজামু আওসাত, ৬/৪২৫, নম্বর ৯২৮০)

## বিপদাপদের ফয়েলত ও ২০টি কুহানী চিকিৎসা

✿ প্রিয় নবী ﷺ এর তিনটি বাণী:

﴿১﴾ মুসলমানের যেকোন কষ্ট, অসুস্থতা, দুঃখ, পেরেশানি ও বেদনা আসে, এমনকি যদি তার কাঁটাও বিন্দু হয়, আল্লাহ পাক এ রকারণে তার গুনাহ মুছে দেন। (বুখারী, ৩/৪, হাদীস ৫৬৪১)

﴿২﴾ কিয়ামতের দিন যখন বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাওয়াব প্রদান করা হবে তখন শান্তিতে থাকা লোকেরা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, “হায়! দুনিয়ায় যদি আমাদের চামড়া কঁচি দিয়ে কাটা হতো।” (তিরমিয়ী, ৪/১৮০, হাদীস ২৪১০) ﴿৩﴾ যে একরাত অসুস্থ রইলো, ধৈর্যধারণ করলো আর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট রইলো, তবে সে গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেনো তার মা তাকে আজই জন্ম দিয়েছে।

(নাওয়াদিরুল উসুল, ৩/১৪৭)

জে সুহনা মেরে দুখ বিচ রাজি

তে মে সুখ নুঁ চুল্লে পাওয়া

✿ প্রিয় নবী, রাসূল আরবী ﷺ হ্যরত উম্মে সায়িব رضي الله عنها اهل سعى এর নিকট তাশরীফ আনলেন, ইরশাদ করলেন: তোমার কি হলো যে, তুমি কাঁপছো? আরয করলেন: জ্বর এসেছে, আল্লাহ পাক এতে বরকত না দিক। ইরশাদ করলেন: জ্বরকে মন্দ বলো না, কারণ তা বান্দার

গুনাহগুলোকে এমনভাবে দূর করে যেভাবে চুল্লী লোহা থেকে  
মরীচাকে দূর করে। (সুসলিম, ১০৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৫৭৫)

﴿ هَذِهِ رُحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّكَ لِلَّذِينَ يَسْعَوْنَ ﴾  
 হ্যরত আতা বিন আবু রাবাহ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন;  
 হ্যরত ইবনে আবাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ আমাকে বললেন: আমি  
 তোমাকে জান্নাতবাসীদের মধ্যে কোন মহিলাকে দেখাবো?  
 আমি আয়র করলাম: অবশ্যই দেখান। বললেন: এই হাবশী  
 মহিলা, যখন সে নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট এলো  
 তখন সে আরয করলো: আমার “মৃগী” রোগ রয়েছে, যার  
 কারণে আমার পর্দা খুলে যায অতএব আল্লাহ পাকের নিকট  
 আমার জন্য দেয়া করুন। ইরশাদ করলেন: যদি তুমি চাও  
 তবে ধৈর্যধারণ করো এবং তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে, আর  
 যদি চাও তবে আমি আল্লাহ পাকের নিকট তোমার জন্য  
 দোয়া করবো যে, তিনি তোমাকে সুস্থতা দান করে দিবেন।  
 তখন সে আরয করলো: আমি ধৈর্যধারণ করবো। অতঃপর  
 আরয করলো: আমার পর্দা খুলে যায, আল্লাহ পাকের নিকট  
 দোয়া করুন যে, আমার পর্দা যেনো না খুলে। অতঃপর তিনি  
 তার জন্য দোয়া করলেন।

(বুখারী, ৪/৬, হাদীস ৫৬৫২)

✿ হ্যরত দাহহাক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর বাণী হলো: যে প্রতি চল্লিশ রাতে একবারও বিপদ বা চিন্তা ও পেরেশানিতে লিপ্ত হয় না, তার জন্য আল্লাহ পাকের নিকট কোন কল্যাণ নেই।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৫ পঠা)

**আমার অসুস্থ সৌভাগ্যবানরা!** আপনারা দেখলেন তো! অসুস্থতা ও বিপদ কত বড় নেয়ামত যে, এর বরকতে আল্লাহ পাক বান্দার গুনাহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন, নিচয় অসুস্থতা হোক বা আঘাত, মানসিক টেনশন হোক বা আতঙ্ক, ঘুম কম হোক বা মানসিক রোগ, সন্তানের কারণে বেদনাগ্রস্থ হোক বা নিঃসন্তান হওয়ার দুঃখ, স্বল্প উপার্জন হোক বা ঝগের অনেক বড় বোঝা, মোটকথা মুসলমান বিপদে সাওয়াব লাভ করে। সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ করতে হবে, কেননা অধৈর্য হওয়াতে কষ্ট তো যায় না উল্টো ক্ষতিই হয়ে থাকে আর তাও অনেক বড় ক্ষতি অর্থাৎ ধৈর্যধারণের মাধ্যমে হাতে আসা সাওয়াবই নষ্ট হয়ে যায়।  
মনে রাখবেন! সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রোগ হলো কুফরের রোগ আর গুনাহের রোগও খুবই উদ্বেগজনক। বিপদাপদ ও রোগ এবং পেরেশানি মানুষের থেকে গোপন করা সাওয়াবের কাজ। প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: “যার সম্পদ

বা প্রাণের উপর বিপদ এলো অতঃপর সে তা গোপন রাখলো  
আর মানুষের নিকট অভিযোগ করলো না, তবে আল্লাহ  
পাকের দায়িত্ব হলো যে, তার মাগফিরাত করে দেয়া।”

(মু'জাম আওসাত, ১/২১৪, হাদীস ৭৩৭)

✿ হযরত শেখ সাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার নদীর  
পাড়ে এক বুয়ুর্গ উপবিষ্ট ছিলেন, তার মুবারক পা চিতায়  
কেটে নিলো ও ক্ষত খুবই ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়ে গিয়েছিলো,  
লোক জমা ছিলো আর তাঁর প্রতি দয়া প্রদর্শন করছিলো।  
কিন্তু তিনি বলছিলেন, চিন্তার কোন কারণ নাই, এটা তো  
কৃতজ্ঞতার স্থান যে, আমার শারীরিক রোগ হয়েছে, যদি আমি  
গুনাহের রোগে আক্রান্ত হয়ে যেতাম, তবে কি করতাম!

(গুলিঙ্গানে সাদী, ৬০ পৃষ্ঠা)

﴿১﴾ **রিযিকের জন্য:** مُسَبِّبُ الْأَسْبَابِ ৫০০বার পূর্বে ও  
পরে দরদ শরীফ ১১বার করে ইশার নামাযের পর অযু  
সহকারে কিবলামুখী হয়ে খালি মাথায় পাঠ করুন যে, মাথা  
ও আসমানের মধ্যে কোন পর্দা না থাকবে, এমনকি মাথায়  
টুপিও থাকবে না। ইসলামী বোনেরা এরূপ জায়গায় পাঠ  
করুন যেখানে কোন অপরিচিত অর্থাৎ নামুহরিমের দৃষ্টি না  
পরে। ﴿২﴾ إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ ১০১বার

কাগজে লিখে তাবীয় বানিয়ে বাহুতে বেঁধে নিন, জায়িয় কাজ  
ও হালাল চাকরীতে মন লেগে যাবে। ৪৩) সাতদিন পর্যন্ত  
প্রত্যেক নামায়ের পর **رَحْمَةُ رَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ** ১১২বার  
পাঠ করে দোয়া করুন, **شَاءَ اللَّهُ أَنْ** রোগবালাই, অভাব ও  
অসহায়ত্ব থেকে মুক্তি অর্জিত হবে।

৪৪) চুরি থেকে নিরাপত্তা: **جَلِيلٌ** ৪৪ (হে মহত্বান)  
১০বার পাঠ করে নিজের সম্পদ ও টাকা ইত্যাদির উপর দম  
করে দিন, **شَاءَ اللَّهُ أَنْ** চুরি থেকে নিরাপদ থাকবে।

৪৫) বিবাহের জন্য: যে সকল মেয়েদের বিবাহ হচ্ছে  
না বা বাগদান হয়ে ভেঙ্গে যায়, সে ফজরের নামায়ের পর  
**الْجَلَلُ وَالْكَرَامُ** ৪৫ ৩১২বার পাঠ করে নিজের জন্য নেক  
সম্পর্কের দোয়া করবে, **شَاءَ اللَّهُ أَنْ** দ্রুত বিবাহ হবে আর স্বামীও  
নেককার পাবে। ৪৬) **قَيْوُمٌ** ৪৬ ১৪৩বার লিখে তাবীয়  
বানিয়ে অবিবাহিত ছেলেরা তাদের বাহুতে বাঁধবে বা গলায়  
পরিধান করে নিবে, তার দ্রুত বিবাহ হয়ে যাবে এবং ঘরও  
ভালো চলবে।

﴿৭﴾ **পুত্র সন্তানের জন্য:** যাম্তক্রিং ১০বার, স্ত্রীর সাথে “সহবাস” করার পূর্বে পাঠ করে নেয়া ব্যক্তি নেককার সন্তানের পিতা হবে। **৮﴾ গর্ভবতি শাহাদত আঙ্গুল নিজের নাভীর চারিদিকে ঘুরাতে ঘুরাতে মেটিন্স যাম্তিন্স ৭০বার পাঠ করুন।** এই আমল ৪০দিন পর্যন্ত করতে থাকুন, আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে ছেলে সন্তান দান করা হবে। এই আমলে প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা রয়েছে। যেকোন রোগী এই আমল করুন, তবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** আরোগ্য লাভ হবে। (নাভী থেকে কাপড় সারানোর প্রয়োজন নেই, কাপরের উপরই এই আমল করুন)

**৯﴾ গর্ভবতির পেটে হাত রেখে স্বামী এভাবে বলুন:** “**كَانَ ذَكْرًا فَقُلْ سَبَيْتُهُ مُحَمَّدًا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ** অনুবাদ: যদি ছেলে হয় তবে আমি তার নাম মুহাম্মদ রাখলাম।” **শেষে ইবারতের অর্থ মনে থাকে তবে অনুবাদ বলার সময় আরবী ইবারতের অর্থ মনে থাকে তবে অনুবাদ বলার প্রয়োজন নেই, অন্যথায় অনুবাদও বলুন)**

**১০﴾ শক্র থেকে নিরাপত্তার জন্য:** **اللَّهُ أَكْبَرْ** চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে অধিকাহারে পাঠ করাতে **শক্র থেকে নিরাপত্তা লাভ হবে।**

**১১) হারিয়ে যাওয়া মানুষ ইত্যাদি ফিরে পেতে ও সকল প্রকার চাহিদার জন্য:** আল্লাহ পাকের রহমতের প্রতি প্রবল ভরসার রেখে চলতে ফিরতে, অযু বেঅযু অধিকহারে পাঠ করতে থাকুন। يَارِبِّ مُوسَى يَارِبِّ كَلِيمٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ। এর মাঝে মাঝে কয়েকবার দরজ শরীফও পাঠ করে নিন। হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি, স্বর্ণ, সম্পদ, গাড়ি ইত্যাদি إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ পেয়ে যাবেন। বরং অন্যান্য প্রয়োজনেও এই আমল উপকারী।

**১২) জীনের প্রভাবের রুহানী চিকিৎসা:** لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ৪১বার লিখে (বা লিখিয়ে) প্লাস্টিক কোটিং করে চামড়া বা রেক্সিন কিংবা কাপড়ে সেলাই করে বাহুতে বাঁধা বা গলায় পরিধান করে নেয়াতে إِنْ شَاءَ اللَّهُ জীনের প্রভাব দূর হয়ে যাবে।

**১৩) জাদুর রুহানী চিকিৎসা:** لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ১০১বার পাঠ করে যাকে জাদু করা হয়েছে তার উপর দম করে দিন বা এটা লিখে (বা লিখিয়ে) ধুয়ে পানি পান করিয়ে দিন তবে إِنْ شَاءَ اللَّهُ জাদুর প্রভাব শেষ হয়ে যাবে।

﴿١٨﴾ যদি ঘুম না আসে তবে: যদি ঘুম না আসে  
তবে ﷺ ১১বার পাঠ করে নিজের উপর ফুঁক দিন,  
اللهِ إِنْ شَاءَ عَلَّهُ

১৫) ক্যাপ্সারের রুহানী চিকিৎসা: আগে পরে  
এগারোবার দরজে ইব্রাহীম আর মধ্যখানে “সূরা মরিয়ম”  
পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিন, প্রয়োজনে আরো পানি মিশাতে  
থাকুন, রোগী সেই পানিই সারাদিন পান করবে, এই আমল  
৪০দিন পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে করতে থাকুন, ﴿شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَنْعَمَ بِكُمْ﴾  
আরোগ্য  
লাভ হবে। (অন্য কেউ পাঠ করেও রোগীকে পান করাতে  
পারবে)

﴿١٦﴾ জ্বরের রুহানী চিকিৎসা: ﴿غَفُورٌ ۖ﴾ কাগজে  
তিনবার লিখে (বা লিখিয়ে) প্লাস্টিক কোটিং করে চামড়া বা  
রেক্সিন কিংবা কাপড়ে সেলাই করে গলায় বা বাহুতে বেঁধে  
দিন، ﴿إِنَّ اللَّهَ ۚ﴾ সকল প্রকার জ্বর থেকে মুক্তি পাবে।

﴿١٧﴾ জন্মসের (হেপাটাইটিস) রুহানী চিকিৎসা:  
প্রত্যেকবার بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ সহকারে “সূরা কোরাইশ”  
২১বার (আগে পরে ১১বার করে দরদ শরীফ) পাঠ করে (বা

পাঠ করিয়ে) যমযম শরীফের পানি বা ঐ পানি যাতে যমযম শরীফের পানির কয়েক ফোঁটা মিশ্রিত আছে, ফুঁক দিন ও প্রতিদিন সকালে, দুপুরে ও রাতে পান করে নিন। ﴿۸۰﴾  
দিনের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করবেন। (শুধু একবার দম করা পানিই যথেষ্ট, প্রয়োজনে পানি মিশাতে থাকুন)

**(১৮) পিতৃথলে ও মুত্রাশয়ে পাথরের রূহানী চিকিৎসা:** ﷺ ৪৬বার সাদা কাগজে লিখে পানিতে ধূয়ে পান করাতে পিতৃথলে ও মুত্রাশয়ের পাথর ﴿۱۵﴾ খুদ খুদ হয়ে ভেঙ্গে বের হয়ে যাবে। (চিকিৎসার সময়সীমা: আরোগ্য লাভ হওয়া পর্যন্ত)

**(১৯) হৎপিণ্ড ও বুকের রোগের রূহানী চিকিৎসা:** ﷺ ৭৫বার পাঠ করে হৎপিণ্ডের ছিদ্রযুক্ত শিশু, তাছাড়া আতঙ্ক, হৎপিণ্ড ও বুকের সকল প্রকার রোগীর বুকে ফুঁক দেয়া আল্লাহ পাকের দয়ায় উপকারী।

**(২০) সকল প্রকার রোগের রূহানী চিকিৎসা:** ﴿يَمْعِينُ﴾  
স্থায়ী রোগীরা সর্বদা পাঠ করতে থাকুন, আল্লাহ পাক সুস্থতা দান করবেন।

## নিজের দাঁত ভালোভাবে আয়নায় দেখে নিন

কল্যাণ কামনার প্রেরণায় সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে আরয করছি, যদি আপনার দাঁত ময়লা বা হলদে হয় তবে আনন্দচিত্তে সগে মদীনা ﷺ এর পক্ষ থেকে কয়েকটি মাদানী ফুল গ্রহণ করে নিন, ﷺ খুবই উপকৃত হবে।

✿ ময়লা দাঁত অন্যদের জন্য কষ্টের ও ঘৃণার কারণ হয়ে থাকে ✿ সাক্ষাত ইত্যাদিতে ময়লা দাঁত বিশিষ্টের ব্যক্তিত্বের প্রভাব ভালোভাবে পড়ে না ✿ অধিকহারে পান খাওয়া ব্যক্তি যেনো টাকা দিয়ে নিজের দাঁতের সৌন্দর্য নষ্ট করে থাকে, মুখের ফোক্ষা ও ক্যাসার কিনে নেয় ✿ মিসওয়াক সুন্নাত অনুযায়ী ভালোভাবে ঘষে ঘষে করুন ✿ খাওয়ার পর দাঁত খিলাল করার অভ্যাস গড়ে নিন ✿ যখনই কোন কিছু পানাহার করবেন, কুলির পানি নিয়ে কিছুক্ষণ মুখে নড়াচড়া করতে থাকুন, এভাবে মুখের ভেতরের অংশ ও দাঁত অনেকাংশে ধুয়ে যাবে ✿ ঘুমানোর সময় কঠনালী ও দাঁত ভালোভাবে পরিষ্কার হওয়া উচিত, অন্যথায় গলা ব্যাথা ও দাঁতে ময়লার আস্তরন শক্ত হয়ে জমে যাবে, বন্ধ মুখের ভেতর খাবারের অংশবিশেষ পঁচে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হবে আর জীবাণু পেটে যাওয়াতে বিভিন্ন ধরণের রোগ সৃষ্টি হতে

পারে  ঘুমানোর ফলে পেটের ময়লা বাতাস উপরের দিকে উঠে আসে ফলে মুখ দুর্গন্ধ হয়ে যায়, ঘুম থেকে উঠে সাথেসাথে হাত ধুয়ে মিসওয়াক করে কুলি করে নিন, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে।

## উভম মাজন

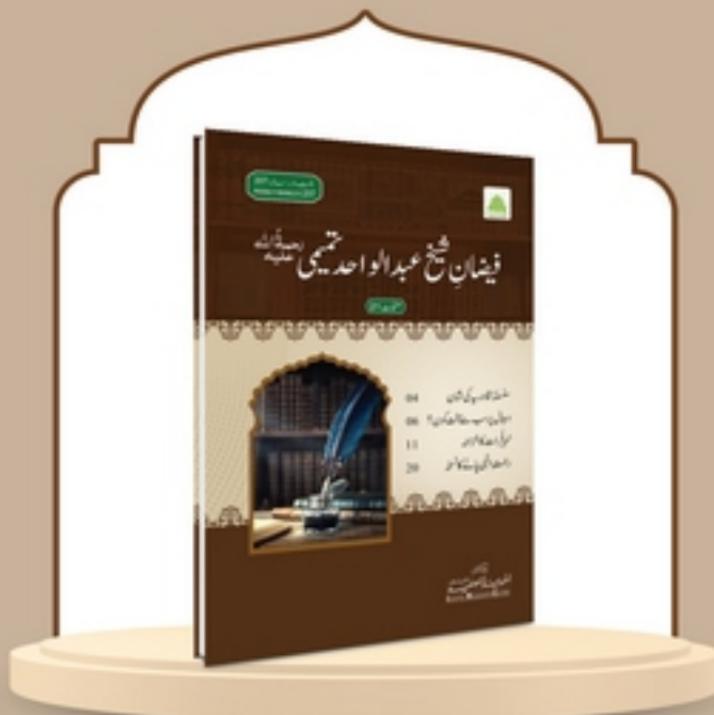
পরিমাণ মতো খাওয়ার সোডা ও ততুকু পরিমাণ লবণ মিশিয়ে বোতলে ঢেলে নিন, উভম মাজন প্রস্তুত হয়ে গেলো। যদি সম্ভব হয় প্রতিদিন তা দ্বারা দাঁত মাঁজুন, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ সাথেসাথেই দাঁতের ময়লা দূর হয়ে যেতে দেখবেন। যদি মাঁড়ি বা মুখের কোন অংশে ঝলন ইত্যাদি অনুভব হয় তবে পরিমাণ কমিয়ে নিন, এবারও কষ্ট হলে পরিষ্কার করার অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, দাঁত যেকোনভাবে পরিষ্কার হওয়া চাই।

**মাদানী ফুল:** সকল প্রকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সুন্নাত এবং শরীয়াতের দাবী।

বদু না দাহান মে হো, দাঁতেঁ কি সাফাই হো  
মেহকায়ি দুর্কদোঁ কি মু মে তেরে ভাই হো

صَلَوٰةً عَلٰى الْحَبِيبِ! ﷺ

## আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



### মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেতু অফিস : ১৮২ আল্লারক্যাম্প, ঢাকাম। মোবাইল: ০১৭১৪৩১২৭২৬

ফয়জানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সাতচনাবাস, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭০১১৭

আল-ফাতোহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আল্লারক্যাম্প, ঢাকাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪২৪০০৫১৯

কাশৰীশ্চি, মাজার রোড, ঢকনাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭১৪৭৮১০২৬

E-mail: [mawlidulmadina26@gmail.com](mailto:mawlidulmadina26@gmail.com), [bangltranslation@mawlidulmadina.net](mailto:bangltranslation@mawlidulmadina.net), Web: [www.dawatulislam.net](http://www.dawatulislam.net)